জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স নম্বর: ৫৫০১৩৭২৬-২৮; হেল্প লাইন নম্বর: ১৬১০৮
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd, ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

অভিযোগ নং-সুয়োমটো ঢা.৩৬/২২

অভিযোগকারী - জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বনাম

প্রতিপক্ষ –

ক্রমিক নং	তারিখ	আদেশ	মন্তব্য
০১	২৬/১২/২০২২	গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় **"সব দখল করে নিয়েছে প্রভাবশালীরা, কেন্দুয়ায় ২০ বছর ধরে বাড়ি ছাড়া পরিবার"** শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বাড়ি ও ফসলি জমিসহ এক একরের বেশি জমি প্রভাবশালী প্রতিবেশীরা দখল করে নেওয়ায় গত ২০ বছর ধরে বাড়ি ছাড়া কেন্দুয়ার সিংহেরগাঁও গ্রামের নিরীহ গিয়াস উদ্দিন ও তার পরিবার। এসব ফেরত চাইতে গেলেই দখলকারীরা তাকে নানাভাবে হুমকি ধামকি প্রদান করে। এ অবস্থায় অসহায় গিয়াস উদ্দিন দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন। স্ত্রী ও চার সন্তানসহ কখনো ঢাকায় আবার কখনো শ্বশুরবাড়িতে আশ্রিত হয়ে বসবাস করে আসছেন। জমিজমা দখলমুক্ত করতে স্থানীয় মাতব্বর, জনপ্রতিনিধি ও থানা পুলিশের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও কোনো সুফল পাচ্ছেন না গিয়াস উদ্দিন। জানা গেছে, সিংহেরগাঁও গ্রামের মৃত মিয়া হোসেনের একমাত্র ছেলে গিয়াস উদ্দিন। মিরাজ আলী নামে মিয়া হোসেনের অপর এক ভাই ছিলেন। মিরাজ আলী ছিলেন নিঃসন্তান। এ অবস্থায় ওয়ারিশান সূত্রে পৈতৃক ও চাচার রেখে যাওয়া সম্পদের ১২১ শতাংশ প্রাপ্ত হন গিয়াস উদ্দিন। কিন্তু এই সম্পদ ভোগদখল করার আগেই নিরীহ গিয়াস উদ্দিনকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে তা দখল করেন প্রভাবশালী প্রতিবেশী নাবালক ফকির ও আল আমিন গং। অসহায় গিয়াস উদ্দিন জানান, তার বাবা খুবই নিরীহ মানুষ ছিলেন। তারা চার বোন ও এক ভাই। তার বাবা জীবিত থাকা অবস্থাতেই নাবালক ফকির ও আল আমিন গং তাদেরকে উচ্ছেদ করে বাড়ি-জমি দখল নিতে নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন করে আসছিল। এরই মধ্যে তার বাবার মৃত্যু হলে তাদের বাড়ি-জমি দখল করে তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। ইউপি চেয়ারম্যান মঞ্জুর আলী বলেন, ঘটনাটি সবারই জানা আছে। গিয়াস উদ্দিনের জায়গা দীর্ঘদিন ধরে অন্যায়ভাবে ভোগদখল করে আসছে প্রতিপক্ষের লোকজন। বিষয়টি স্থানীয় কিছু কুচক্রী মানুষের জন্য সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না। **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী একটি পরিবারও গৃহহীন থাকবে না। সেখানে নিজের সম্পত্তি থাকার পরও স্থানীয় প্রভাবশালীদের জবরদখলের কারণে ২০ বছর ধরে বাড়ি ছাড়া হয়ে থাকা অত্যন্ত অমানবিক ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন মর্মে কমিশন মনে করে। এমতাবস্থায়, অভিযোগের বিষয়ে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি ও পক্ষদের নিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের ব্যবস্থা করে কমিশনকে অবহিত করতে জেলা প্রশাসক, নেত্রকোনা-কে বলা হল।** **পরবর্তী তারিখ ০৬/০৩/২০২৩ প্রতিবেদনের জন্য।** স্বাক্ষরিত/- ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ সভাপতি বেঞ্চ-১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	

স্মারক নং: এনএইচআরসিবি/অভিযোগ/সুয়োমটো ঢা.৩৬/২২- ৪০২৪ তারিখ: ২৬/১২/২০২২

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

জেলা প্রশাসক, নেত্রকোনা

সংযুক্তঃ ফর্দ।

২৬/১২/২০২২

(সুস্মিতা পাইক)
উপপরিচালক
ফোন:-০২-৫৫০১৩৭২১